বাংলা

দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির দরজা আংশিক খুলেছে। তবু করোনা পরিস্থিতিতে সংক্রমণের আশঙ্কায় অনেক অভিভাবক সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে ভরসা পাচ্ছেন না। টেস্ট না হলেও বোর্ডের পরীক্ষা হবে বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার। ফলে হাতে আর কয়েক মাস। তাই চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতিতে পরীক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াচ্ছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এই সপ্তাহে মাধ্যমিকের বাংলার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন দিনহাটার জোড়পাকুড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক সব্যসাচী রায়

লেখক পরিচিতি :

জনপ্রিয় বাংলা কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার

নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। তাঁর মাতুলালয় হালিশহর। তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। তারপর এফএ ক্লাসে ভরতি হলেও আর্থিক কারণে তাঁর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার হাতেখড়ি ঘটে ভাগলপুরে। কলকাতা থেকে বর্মা যাওয়ার সময় তিনি 'মন্দির' নামে একটি গল্প রচনা করেন, যা 'কুন্তলীন' পুরস্কার লাভ করে। বর্মাতে লেখা 'বড়দিদি' গল্পটি ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'অনিলাদেবী'। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– 'বড়দিদি, 'বিরাজ বৌ, 'পল্লীসমাজ', 'চন্দ্রনাথ', 'পণ্ডিতমশাই', 'দেবদাস', 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত (চার পর্ব)', 'গৃহদাহ', 'পথের দাবী' ইত্যাদি। 'স্বদেশ ও সাহিত্য', 'নারীর মূল্য' প্রভৃতি তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। তাঁর লেখা ছোটগল্পগুলি হল–'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'মেজদিদি', 'হরিলক্ষ্মী', 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'একাদশী বৈরাগী' ইত্যাদি। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বের ইতালীয় অনুবাদের জন্য মনীষী রোমা রোল্যাঁ কর্তৃক তিনি প্রথম শ্রেণির ঔপন্যাসিকের সম্মান পান। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি–লিট উপাধিতে সম্মানিত করে। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি কলকাতার বালিগঞ্জের বাড়িতে এই অমর কথাশিল্পীর জীবনাবসান হয়।

বিষয়ের গভীরে :

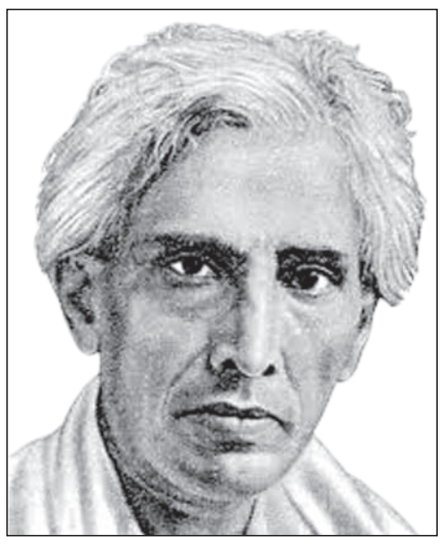

রেঙ্গুন পুলিশ স্টেশনে ছয় জন বাঙালি তাদের মালপত্র নিয়ে বসেছিল। এরা বর্মা অয়েল কোম্পানির কারখানার কাজ ছেড়ে রেঙ্গুনে এসেছিল চাকরির সন্ধানে। জগদীশবাবু তাদের নামদাম জেনে সঙ্গের জিনিসপত্র পরীক্ষা করে তাদেরকে ছেড়ে দেন। একটু বেশি সন্দেহের জন্য একজনকে পুলিশ স্টেশনের একটি ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। সে নিজের পরিচয় দেয় গিরীশ মহাপাত্র বলে। এই ব্যক্তিটির আচরণ, সাজপোশাক দেখে এবং তার পকেট ও ট্যাঁক থেকে পাওয়া জিনিসপত্র দেখে তারা বোঝে সে ব্যক্তি কখনই সব্যসাচী মল্লিক হতে পারে না। তাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই গিরীশ মহাপাত্রই ছিল সব্যসাচী মল্লিক। এই সব্যসাচী মল্লিক নিজের দেশের জন্য লড়াই করছিলেন। পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য গিরীশ মহাপাত্র ছদ্মবেশটা তিনি ধারণ করেছিলেন। অপূর্ব নামের চরিত্রটি যারা নিজের দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করতে চাইছে তাদের সে সমর্থন করে। তাই পুলিশের কর্তা তার আত্মীয় হলেও সে সব্যসাচীকেই নিজের বলে মনে করে। অপূর্ব গিরীশ মহাপাত্রকে পুলিশ স্টেশনে দেখেছিল আর দ্বিতীয়বার দেখেছিল রেঙ্গুন থেকে ভামো নগরের উদ্দেশে যাত্রা করার সময় স্টেশনে। অপূর্ব চিনতে পেরেছিল ওই ব্যক্তিটি সব্যসাচী মল্লিক। কিন্তু সেকথা অপূর্ব পুলিশকে জানায়নি কারণ সে নিজের চোখের সামনে দেখেছে পরাধীন দেশে প্রতিদিন সাহেবদের হাতে দেশের মানুষের অপমান, লাঞ্ছনা। অপূর্ব নিজেও সাহেবদের হাতে বিনা দোষে মার খেয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে। তাই সে নিজেও চাইত এই পরাধীনতা থেকে ভারতবর্ষ মুক্ত হোক। ট্রেনে প্রথম শ্রেণির যাত্রী হয়েও অপূর্বকে নানাভাবে বিরক্ত করা হয়েছে, শুধু সে ভারতীয় বলে। তাই সব্যসাচীর আন্দোলনকে অপূর্ব মনেপ্রাণে সমর্থন করত, সেও চাইত পরাধীন দেশ স্বাধীন হোক।

১। বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

১.১. গিরীশ মহাপাত্রের ট্যাঁকে পাওয়া গিয়েছিল–
দুটি টাকা ও গন্ডা ছয়েক পয়সা/দুটি টাকা ও গন্ডা তিনেক পয়সা/একটি টাকা ও গন্ডা ছয়েক পয়সা/
একটি টাকা ও গন্ডা চারেক পয়সা
উঃ– একটি টাকা ও গন্ডা ছয়েক পয়সা

১.২. তেওয়ারি বর্মা নাচ দেখতে গিয়েছিল–গয়া/ফয়া/রেঙ্গুন/বর্মা
উঃ ফয়া

১.৩. গিরীশ মহাপাত্রের জামার রং ছিল–গেরুয়া/নীল/রামধনু/সাদা।
উঃ– রামধনু

১.৪. 'কেবল আশ্চর্য'–আশ্চর্য বিষয়টি হল–
শক্ত সবল শরীর/দুই হাতের শক্তি/দুটি চোখের দৃষ্টি/কোনোটিই নয়
উঃ– দুটি চোখের দৃষ্টি

১.৫. পোলিটিক্যাল সাসপেক্টের নাম–
অপূর্ব রায়/সব্যসাচী রায়/সব্যসাচী মল্লিক/নিমাইবাবু
উঃ– সব্যসাচী মল্লিক

১.৬. 'আপাতত ভামো যাচ্ছি'–বক্তা হল–গিরীশ/রামদাস/অপূর্ব/নিমাইবাবু
উঃ– অপূর্ব

১.৭. নিমাইবাবু জগদীশকে নজর রাখতে বলেছিলেন–
বন্দরের দিকে/স্টেশনের দিকে/জাহাজঘাটের দিকে/রাতের মেল ট্রেনটার দিকে।
উঃ– রাতের মেল ট্রেনটার দিকে।

১.৮. 'পথের দাবী'কাহিনিটি যে উপন্যাসের অংশবিশেষ, তা হল–
পল্লীসমাজ/শ্রীকান্ত/পথের দাবী/অরক্ষণীয়া।
উঃ– পথের দাবী

১.৯. অপূর্ব কোন শ্রেণির যাত্রী ছিল ?–প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয়/কোনটিই নয়।
উঃ– প্রথম শ্রেণির

১.১০. গিরীশ মহাপাত্রের পায়ে ছিল–
সাদা রংয়ের মোজা/নীল রংয়ের ফুল মোজা/কালো রংয়ের ফুল মোজা/সবুজ রংয়ের ফুল মোজা
উঃ– সবুজ রংঙের ফুল মোজা

১.১১. সব্যসাচী মল্লিক পেশায় ছিলেন–শিক্ষক/ডাক্তার/সাংবাদিক/পুলিশ
উঃ–ডাক্তার

১.১২. সব্যসাচী মল্লিককে যার সামনে হাজির করা হল–জগদীশবাবু/অপূর্ব/নিমাইবাবু/রামদাস
উঃ– নিমাইবাবু

১.১৩. গিরীশ মহাপাত্র বা সব্যসাচী মল্লিকের বয়স–
কুড়ি–বাইশের বেশি নয়/ত্রিশ–বত্রিশের বেশি নয়/চল্লিশ–পঞ্চাশের বেশি নয়/ষাট–সত্তরের বেশি নয়।
উঃ– ত্রিশ–বত্রিশের বেশি নয়

১.১৪. 'বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু শখ ষোলো আনাই বজায় আছে'–
যার সম্পর্কে বলা হয়েছে, সে হল–সব্যসাচী মল্লিক/নিমাইবাবু/গিরীশ মহাপাত্র/জগদীশবাবু
উঃ– গিরীশ মহাপাত্র

১.১৫. পুলিশ স্টেশনের বড়ো কর্তার নাম ছিল–জগদীশবাবু/অপূর্ব/গিরীশ মহাপাত্র/নিমাইবাবু
উঃ– নিমাইবাবু

পথের দাবী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১.১৬. 'বাবাই একদিন এঁর চাকরি করে দিয়েছিলেন'–কার চাকরি ? –
জগদীশবাবুর/নিমাইবাবুর/গিরীশ মহাপাত্রের/রামদাসের
উঃ– নিমাইবাবুর

১.১৭. পুলিশ যার খোঁজে তল্লাশি করছিল তিনি ছিলেন একজন–রাজদ্রোহী/দেশদ্রোহী/খুনি/অপরাধী।
উঃ– রাজদ্রোহী

১.১৮. গিরীশ মহাপাত্রের সিল্কের পাঞ্জাবিটা ছিল–
জাপানি/চিনা/সিংহলি/বাংলাদেশি
উঃ– জাপানি

১.১৯. 'পথে কুড়িয়ে পেলাম'–উদ্দিষ্ট বস্তুটি হল–
একটি দেশলাই/গাঁজার কলিকা/লাল রংঙের ফিতে/রিস্ট ওয়াচ
উঃ–গাঁজার কলিকা

১.২০. গিরীশ মহাপাত্রের বুক পকেটের রুমালে যে প্রাণীর অবয়ব ছিল, তা হল–হরিণ/বাঘ/শেয়াল/হায়না
উঃ– বাঘ

২। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : (কম–বেশি ২০টি শব্দে) (প্রতিটি প্রশ্নের মান–১)

২.১. 'মনে হল দুঃখ লজ্জায় ঘৃণায় নিজেই যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাই'– কোন কথা মনে করে অপূর্বর এই মনোবেদনা ?
উঃ– প্ল্যাটফর্ম থেকে বিনা দোষে ফিরিঙ্গি যুবকরা অপূর্বকে লাথি মেরে বার করে দেয় আর সেখানে উপস্থিত দেশি লোকেরাও এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না। এই কথা মনে করেই অপূর্বর এই মনোবেদনা।

২.২. খানা তল্লাশির সময় গিরীশ মহাপাত্রের ট্যাঁক ও পকেটে কী কী ছিল ?
উঃ– গিরীশ মহাপাত্রের ট্যাঁক থেকে একটি টাকা আর গন্ডা ছয়েক পয়সা এবং পকেট থেকে একটা লোহার কম্পাস, একটা কাঠের ফুটরুল, কয়েকটা বিড়ি, একটা দেশলাই ও গাঁজার একটা কলকে বার হয়েছিল।

২.৩. 'কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ করবার দরকার নেই বড়োবাবু'– এখানে কে, কাকে জানোয়ার বলে আখ্যা দিয়েছে ?
উঃ– বক্তা জগদীশবাবু গিরীশ মহাপাত্রকে জানোয়ার বলে আখ্যা দিয়েছে কারণ গিরীশ মহাপাত্রের মাথার চুলে লাগানো লেবুর তেলের গন্ধে থানাসুদ্ধ লোকের মাথা ধরার উপক্রম হয়েছিল। তাঁর ধারনায় এমন লোক সব্যসাচী মল্লিক হতে পারে না।

২.৪. 'ও নিয়ম রেলওয়ে কর্মচারীদের জন্য'–বক্তা কোন নিয়মের কথা বলেছেন ?
উঃ– রেলের প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের রাত্রে কেউ বিঘ্ন ঘটাবে না–এই নিয়মের কথা বক্তা অপূর্ব বলেছে।

২.৫. 'ইত্যবসারে এই ব্যাপার'–কোন ব্যাপারের কথা বলা হয়েছে ?
উঃ– তেওয়ারি বর্মা নাচ দেখতে ফয়ায় গিয়েছিল আর অপূর্ব তখন অফিসে ছিল। এই অবসরেই অপূর্বর বাসায় চুরি হয়ে যায়। এখানে এই চুরির ব্যাপারটির কথাই বলা হয়েছে।

২.৬. 'মিথ্যাবাদী কোথাকার'–কাকে, কেন মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে ?
উঃ– জগদীশবাবু গিরীশ মহাপাত্রকে মিথ্যাবাদী বলেছেন কারণ গিরীশ মহাপাত্রের পকেটে গাঁজার কলিকা পাওয়া গেলেও সে নিমাইবাবুকে জানিয়েছে যে, সে গাঁজা খায় না, কিন্তু ইয়ার বন্ধু কেউ তৈরি করে দিতে বললে তাদের দেয়।

২.৭. 'কৈ এ ঘটনা তো আমাকে বলেননি'? – কোন ঘটনা ?
উঃ– একটি স্টেশনে অপূর্বকে বিনা দোষে কিছু ফিরিঙ্গি ছেলে লাথি মেরে বের করে দিয়েছিল। অপূর্ব তার প্রতিবাদ করলেও কোনো লাভ হয়নি।

২.৮. 'তিনি আমার আত্মীয়'–'তিনি' বলতে এখানে কার কথা বলা হয়েছে ?
উঃ– নিমাইবাবু ছিলেন অপূর্বর বাবার বন্ধু এবং এই সূত্রে তিনি ছিলেন অপূর্বর আত্মীয়।

২.৯. 'বড়োবাবু হাসিতে লাগিলেন'–বড়োবাবুর হাসির কারণ কী ?
উঃ– গিরীশ মহাপাত্র মাথায় মাখা লেবুর তেলের গন্ধে থানার সমস্ত লোকের মাথা ধরার উপক্রম হয়। জগদীশবাবু বড়োবাবুকে সে কথা বললে বড়োবাবু হেসে ওঠেন।

২.১০. 'লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল'।–লোকটির পরিচয় দাও।
উঃ– লোকটি রাজদ্রোহী গিরীশ মহাপাত্র ছদ্মবেশে সব্যসাচী মল্লিক। বয়স ত্রিশ–বত্রিশের বেশি নয়, অত্যন্ত রোগা, গায়ের রং ফর্সা তবে রৌদ্রে পুড়ে তামাটে হয়েছে।

২.১১. 'তার আমি জামিন হতে পারি'–কে, কীসের জামিন হতে চেয়েছেন ?
উঃ– নিমাইবাবুরা যে রাজদ্রোহী সব্যসাচী মল্লিককে খুঁজছেন তাদের সন্দেহভাজন গিরীশ মহাপাত্র যে সে নয় তার জামিন অপূর্ব হতে চেয়েছে।

২.১২. 'সেদিন কেবল তামাশা দেখিতেই গিয়াছিলাম।'–কে, কীসের তামাশা দেখতে গিয়েছিল ?
উঃ– সব্যসাচী মল্লিক সন্দেহে গিরীশ মহাপাত্রকে পুলিশ স্টেশনে আটক করে তার তল্লাশি করা হয়। তার চেহারা ও পোশাক নিয়ে থানায় হাসির পরিবেশ তৈরি হয়। নিমাইবাবুদের তল্লাশির ধরন এবং গিরীশ মহাপাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের ঘটনাকেই অপূর্ব তামাশা বলেছে।

২.১৩. গিরীশ মহাপাত্রের পোশাক–পরিচ্ছদ কেমন ছিল ?
উঃ– গিরীশ মহাপাত্রের গায়ে ছিল জাপানি সিল্কের রামধনু রংয়ের চুরিদার পাঞ্জাবি, বুক পকেটে বাঘ আঁকা রুমাল, পরনে বিলাতি মিলের কালো মখমল পাড়ের শাড়ি, পায়ে সবুজ রংয়ের ফুল মোজা এবং বার্নিশ করা পাম্প শু। আর হাতে হরিণের শিংয়ের হাতল দেওয়া বেতের ছড়ি।

২.১৪. 'পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট' বলতে কী বোঝো ?
উঃ– 'পোলিটিক্যাল' অর্থাৎ 'রাজনৈতিক' এবং 'সাসপেক্ট' অর্থাৎ 'সন্দেহভাজন'। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকেই এখানে 'পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট' বলা হয়েছে। 'পথের দাবী' রচনাংশে বিপ্লবী সব্যসাচী মল্লিককে 'পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট' বলা হয়েছে।

২.১৫. 'বুনো হাঁস ধরাই এদের কাজ'। কাদের বুনো হাঁস বলা হয়েছে ?
উঃ– 'পথের দাবী' রচনাংশে 'বুনো হাঁস' বলতে রাজদ্রোহী বা বিপ্লবীদের বলা হয়েছে।

২.১৬. 'তুমি তো ইউরোপিয়ান নও'। –উক্তিটির বক্তা কে ?
উঃ– প্রশ্নোক্ত উক্তিটির বক্তা বর্মার একজন সাব–ইনস্পেকটর সাহেব।

২.১৭. 'আমি পুলিশের লোক নই'।– কে, কাকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলেছে ?
উঃ– বর্মাদেশে চাকরিসূত্রে আসা অপূর্ব রাজনৈতিকভাবে সন্দেহভাজন ব্যক্তি গিরীশ মহাপাত্রকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছে।

২.১৮. 'আমারও তো তাই বিশ্বাস।'– বক্তার কী বিশ্বাস ?
উঃ– 'পথের দাবী' রচনাংশে গিরীশ মহাপাত্র অপূর্বকে বলেছিল, ললাটের লেখা কখনও খণ্ডন করা যায় না। বক্তা অপূর্বও এই কথা বিশ্বাস করে বলে জানায়।

২.১৯. 'অনুমান কতকটা তাই।'–বক্তার কী অনুমান ?
উঃ– 'পথের দাবী' রচনাংশে অপূর্ব অনুমান করেছিল তেওয়ারিই তার ঘরে চুরি করেছে। অথবা সে কাউকে চুরি করতে সাহায্য করেছে।

২.২০. 'অপূর্ব রাজি হইয়াছিল।' –কোন কথায় অপূর্ব রাজি হয়েছিল ?
উঃ– রামদাসের স্ত্রী অপূর্বকে অনুরোধ করেছিল যে, যতদিন অপূর্বর মা বা বাড়ির কোনও আত্মীয় এসে তার সঙ্গে না থাকে, ততদিন অপূর্বকে তার হাতের মিষ্টি খেতে হবে। অপূর্ব এই কথায় রাজি হয়েছিল।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন : (কম–বেশি ৬০টি শব্দে) (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

৩.১. 'কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি।'–কার চোখের কথা বলা হয়েছে ? চোখ দুটির বর্ণনা দাও। ১+২
উঃ– কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' রচনায় বিপ্লবী সব্যসাচী মল্লিক সন্দেহে ধৃত গিরীশ মহাপাত্রের চোখের কথা বলা হয়েছে। গিরীশ মহাপাত্রের রুগ্‌ণ এবং ক্ষয়ে যাওয়া চেহারার মধ্যে সবথেকে আকর্ষণীয় ছিল তার দুটো চোখ। বড়, টানা, গোল কিংবা উজ্জ্বল অথবা প্রভাহীন বিশেষণে সেই চোখকে বিশ্লেষণ করা যায় না। গভীর জলাশয়ের মতো সেই চোখের দৃষ্টির সঙ্গে কোনও খেলা চলবে না।

৩.২. 'অপমান আমাকে কম বাজে না'–বক্তা কে ? কারা, কীভাবে তাকে অপমান করেছিল ?
উঃ– আলোচ্য উক্তিটির বক্তা অপূর্ব। সে রামদাস তলওয়ারকরকে কথাগুলি বলেছিল।

শুধু দেশি লোক বলে অপূর্বকে বিনা দোষে কিছু ফিরিঙ্গি ছেলে লাথি মেরে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বার করে দিয়েছিল। সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে কেবল ভারতীয় বলে স্টেশনমাস্টার তার নিজের দেশের রেলস্টেশন থেকেই তাকে অপমান করে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দেয়। ইংরেজের কাছে নিজের দেশে এইভাবে অপমানিত হতে হয়েছিল।

৩.৩. 'বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু শখ ষোলো আনাই বজায় আছে।' বাবুটি কে ? তার শখ যে বজায় আছে তা পরিস্ফুট করো। ১+২
উঃ– কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'পথের দাবী' রচনাংশে রাজবিদ্রোহী সন্দেহে ধৃত গিরীশ মহাপাত্রকে ব্যঙ্গ করে 'বাবু' বলা হয়েছে। গিরীশ মহাপাত্রের চেহারা অত্যন্ত শীর্ণকায় এবং রুগ্‌ন হলেও তার বেশভূষার পারিপাট্য লক্ষ্য করার মতো। তার মাথার সামনে বড় বড় চুল, কিন্তু ঘাড় ও কানের দিকে চুল প্রায় নেই। চেরা সিঁথি ও লেবুর তেল নিষিক্ত চুল রুক্ষ ও কঠিন। গায়ে জাপানি সিল্কের রামধনু রংয়ের চুরিদার পাঞ্জাবি, পকেটে বাঘ–আঁকা রুমাল, পরনে কালো কাপড়ের মখমল শাড়ি, পায়ে সবুজ মোজা লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। এইসঙ্গে বার্নিশ করা পাম্প শু ও হরিণের শিংয়ের হাতলের বেতের ছড়ি মহাপাত্রকে এক অভূতপূর্ব রূপ দিয়েছে, তাই নিমাইবাবু উপরোক্ত মন্তব্যটি করেছেন।

৩.৪. 'তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন ?'–কোন বস্তুর কথা বলা হয়েছে ? তা

পকেটে রাখার জন্য কী যুক্তি দেওয়া হয়েছিল? ১+২
উঃ– গিরীশ মহাপাত্রের পকেটে যে 'বস্তুটি' থাকার কথা বলা হয়েছে তা হল গাঁজার কলকে।

গিরীশ মহাপাত্রের পকেট থেকে একটি গাঁজার কলকে পাওয়া গেলে, নিমাইবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে গাঁজা খায় কিনা। উত্তরে গিরীশ মহাপাত্র বলে–সে গাঁজা খায় না। কলকেটি সে পথে কুড়িয়ে পেয়েছে, যদি কারও কাজে লাগে তাই সে পকেটে রেখেছে। নিমাইবাবু তাকে গাঁজা খেতে নিষেধ করলে গিরীশ জানায় যে, সে নিজে গাঁজা খায় না, তবে বন্ধুর কেউ তৈরি করে দিতে বললে সে তৈরি করে দেয়।

৩.৫. 'পরকে সেজেদি, নিজে খাইনে'–কার কথা বলা হয়েছে ? তার প্রতি এমন কথা বলার কারণ লেখো। ১+২
উঃ– কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' রচনাংশে গিরীশ মহাপাত্রের কথা বলা হয়েছে।

রাজবিদ্রোহী সব্যসাচী মল্লিক সন্দেহে রেঙ্গুন পুলিশ স্টেশনে আটক গিরীশ মহাপাত্রের কাছ থেকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একটি গাঁজার কলকে উদ্ধার হয়। পুলিশকর্তা নিমাইবাবুর প্রশ্নের উত্তরে গিরীশ জানায় গাঁজা সে নিজে খায় না। গাঁজার কলকেটি পথ থেকে কুড়িয়ে নিজের কাছে রেখেছে অন্যের প্রয়োজনের কথা ভেবে। গিরীশের এমন মিথ্যা শুনে বিদ্রুপ করে জগদীশবাবু তাকে আলোচ্য কথাটি বলেন।

৩.৬. 'মনে হল দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় নিজেই যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাই।'– প্রসঙ্গ উল্লেখ করো। ৩
উঃ– কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'পথের দাবী' রচনাংশে আলোচ্য উক্তিটির বক্তা অপূর্ব। বোথা কোম্পানির চাকরি নিয়ে রেঙ্গুনে আসার পর একদিন রেঙ্গুন রেলস্টেশনে একদল ফিরিঙ্গি যুবক অন্যায়ভাবে অপূর্বকে লাথি মেরে প্ল্যাটফর্ম থেকে বের করে দেয়। স্টেশনমাস্টারের কাছে তার প্রতিবাদ জানাতে গেলে, স্টেশনমাস্টারও তাকে অপমান করে। যারা সেই অপমানের সাক্ষী ছিল সেই সকল ভারতীয়রা এই খবরেই খুশি হয় যে, লাথির চোটে অপূর্বর হাড়–পাঁজরা ভাঙেনি। এই লজ্জা ও অপমান অপূর্বকে মর্মে মর্মে দগ্ধ করেছিল। প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মাধ্যমে বক্তার সেই মনোভাবই প্রকাশিত হয়েছে।

৩.৭. 'দেখি তোমার ট্যাঁকে ও পকেটে কী আছে ?'–কার সম্পর্কে বলা হয়েছে ? তার ট্যাঁকে এবং পকেটে কী কী পাওয়া যায় ?
উঃ– বিপ্লবী সব্যসাচী মল্লিক মনে করে গিরীশ মহাপাত্রকে পুলিশের বড় কর্তা নিমাইবাবুর সামনে হাজির করা হয়েছিল, তাকে উদ্দেশ্য করেই নিমাইবাবু প্রশ্নোক্ত কথাগুলি বলেছেন।

গিরীশ মহাপাত্রের ট্যাঁক থেকে একটি টাকা আর গন্ডা ছয়েক পয়সা এবং পকেট থেকে একটা লোহার কম্পাস, একটা কাঠের ফুটরুল, কয়েকটা বিড়ি, একটা দেশলাই ও গাঁজার একটা কলকে বের হয়েছিল।

৩.৮. 'এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ করবার দরকার নেই বড়বাবু।'–কার সম্পর্কে কার মন্তব্য ? মন্তব্যের কারণ লেখো। ১+২
উঃ– কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' রচনাংশে বিপ্লবী সন্দেহে আটক গিরীশ মহাপাত্র সম্বন্ধে আলোচ্য মন্তব্যটি করেন রেঙ্গুন পুলিশ স্টেশনের একজন পুলিশকর্মী জগদীশবাবু।

রাজবিদ্রোহী সব্যসাচী মল্লিক সন্দেহে ধৃত গিরীশ মহাপাত্রের পোশাকের বাহার, তার দুর্বল মলিন চেহারা, গাঁজা খাওয়া সম্পর্কে মিথ্যাভাষণ ইত্যাদি জগদীশবাবুর মনে গিরীশ মহাপাত্র সম্পর্কে বিতৃষ্ণা তৈরি করেছিল। তার ধারণা গিরীশ মহাপাত্র একজন নিকৃষ্ট শ্রেণির মানুষ, সে কখনই বিপ্লবী সব্যসাচী মল্লিক হতে পারে না। আর তাকে নিয়ে সতর্ক হওয়ারও প্রয়োজন নেই। তাই জগদীশবাবু গিরীশ মহাপাত্র সম্পর্কে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি করেছেন।

৩.৯. 'কিন্তু বুনো হাঁস ধরাই যে এদের কাজ'–বক্তা কে ? তার এই বক্তব্যের কারণ বিশ্লেষণ করো। ১+২
উঃ– কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' রচনাংশে আলোচ্য উক্তিটির বক্তা হল অপূর্বর সহকর্মী রামদাস তলওয়ারকর।

পরাধীন নাগরিকদের জিনিসপত্র চুরি গেলেও ব্রিটিশ পুলিশের মাথাব্যথা ছিল না, বরং তারা বিপ্লবীদের ধরার জন্যই বেশি উৎসাহ দেখাত। তাই অপূর্বর ঘরের চুরির কিনারা করতে তারা উৎসাহ দেখায়নি। এই কারণে বক্তা রামদাস প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছে।

৩.১০. 'এতো বড় কার্যকুশলা মেয়ে আর যে কেহ আছে মনে হয় না।'–মেয়েটি কে ? মেয়েটির কার্যকুশলার পরিচয় দাও। ১+২
উঃ– যে ক্রিশ্চান মেয়েটি চুরি হওয়ার সময়ে চোর তাড়িয়ে অপূর্বকে সাহায্য করেছিল তার কথা বলা হয়েছে।

অপূর্বর অনুপস্থিতিতে তার ঘরে চুরির সময় ওপরতলার ক্রিশ্চান মেয়েটি চোর তাড়িয়ে নিজের তালা দিয়ে ঘর বন্ধ করে রেখেছিল। অপূর্ব ফিরে এলে সে ঘরের তালা খুলে দিয়েছিল এবং ঘরের ছড়ানো জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়েছিল।

কী আছে আর কী গিয়েছে, তার নিখুঁত হিসেবও সে অপূর্বকে দিয়েছিল। বিদেশিনী মেয়েটির এই সহানুভূতি এবং কার্যকুশলতা অপূর্বকে মুগ্ধ করেছিল বলেই সে আলোচ্য মন্তব্যটি করেছে।

এবছর 'পথের দাবী' থেকে রচনাধর্মী ৫ নম্বরের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। তাই কোনও রচনাধর্মী ৫ নম্বরের প্রশ্ন দেওয়া হল না।